ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

স-৩১১

আগরতলা,২৭ মে,২০২৪

ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে রাজ্যে দুপুর পর্যন্ত ৪০.৭৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে
উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার প্রস্তুত রয়েছে

ঘূর্ণিঝড় রেমাল রবিবার রাত ১১টা ৩০ মিনিট নাগাদ বাংলাদেশের উপকূল এবং পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গে ভূপৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে। এই মুহূর্তে এটি বাংলাদেশের যশোর যা কিনা আগরতলার ১৮৫ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত সেখানে অবস্থান করছে। ক্রমেই এই ঘূর্ণিঝড় শক্তি হারিয়ে উত্তর - উত্তর পূর্বদিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং আজ সন্ধ্যার মধ্যে এটি শক্তি হারিয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হচ্ছে। আজ বিকেলে রাজস্ব দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে আজ সকাল ৮টা ৩০মিনিট থেকে দুপুর ২টা ৩০মিনিট পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৪০.৭৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়। সেখানে এই সময়ে বৃষ্টি হয়েছে ৫৯.৫ মিলিমিটার এবং সবচেয়ে কম বৃষ্টি হয়েছে উত্তর ত্রিপুরা জেলায়। সেখানে এই সময়ে বৃষ্টিপাত হয়েছে ২৭ মিলিমিটার। বিকাল ৩টা ৩০মিনিট পর্যন্ত ঝড়ো বাতাস সবচেয়ে বেশি রেকর্ড হয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অরুন্ধতীনগর এলাকায়। সেখানে এই সময়ে প্রতি ঘন্টায় ৫৩.৭ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো বাতাস বয়ে গিয়েছে।

প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে রাজ্যের কিছু জায়গায় গাছ উপড়ে পড়া এবং রাস্তা আটকে যাওয়ার মতো ঘটনা ছাড়া রাজ্যের কোনও জেলা থেকেই বড় ধরনের কোনও ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায়নি। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম, এসডিআরএফ, এনডিআরএফ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আপদা মিত্র এবং সিভিল ডিফেন্সের ভলান্টিয়ারগণ সড়ক পরিষ্কার করে জরুরি পরিষেবা অব্যাহত রাখার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সড়ক পরিষ্কার করা হয়েছে। অনেক এলাকাতেই ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ এগিয়ে চলেছে। আবহাওয়া দপ্তর থেকে আজ এবং আগামীকালের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে লাল ও কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গোটা রাজ্যেই বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বর্ষণ এবং বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারগুলি দিনরাত কাজ করে চলেছে। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকগণ, দপ্তরগুলির ক্যুইক রেসপন্স টিম সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এনডিআরএফ-এর একটি টিম সাইক্লোনিক জোনের কাছে থাকা নির্দিষ্ট এলাকায় ছুটে গেছে। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিতভাবে সমন্বয় রেখে বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহণ, পূর্ত, বন, খাদ্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলি কাজ করে চলেছে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে কোনও সমস্যা হলে তা সমাধানের জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণ সবসময় সতর্ক রয়েছেন। প্রয়োজনীয় সহায়তা করার জন্য হাসপাতাল এবং হেলথ সাবসেন্টারগুলিকে সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে দুর্গতদের প্রয়োজনে আশ্রয় দেওয়ার জন্য ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। রাজস্ব দপ্তরের সচিব জেলাগুলির জেলাশাসক ও সমাহর্তাদের সঙ্গে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার প্রস্তুত রয়েছে।

*****